ইউনিট ১০

ফাতেমি খিলাফত, বার্মাকী, সেলজুক এবং বুয়াইয়াদের উত্থান-পতন

ভূমিকা

ফাতেমী বংশের উদ্যোগে মিসরে ইসলামের একমাত্র প্রধান ও শক্তিশালী শিয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। বাগদাদের সুন্নী আব্বাসীয় খিলাফত বিরোধী এ শিয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সায়ীদ ইবন হুসাইন। ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী এ বংশের প্রথম খলিফা। হযরত আলী এবং হযরত ফাতিমার (রা) প্রত্যক্ষ বংশধর বলে এরা দাবি করে। এজন্য এদেরকে ফাতেমি বলা হয়। এ বংশ সর্বপ্রথম ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তিউনিসে স্থাপিত হয়। আব্বাসীয়দের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপেই এদের উত্থান ফাতেমি ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে থেকে উত্তর আফ্রিকা ও ১১৭১ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত মিশরে খিলাফত পরিচালনা করেন।

তাঁদের বংশ তালিকা ও রাজত্বকাল নিম্নরূপ ঃ

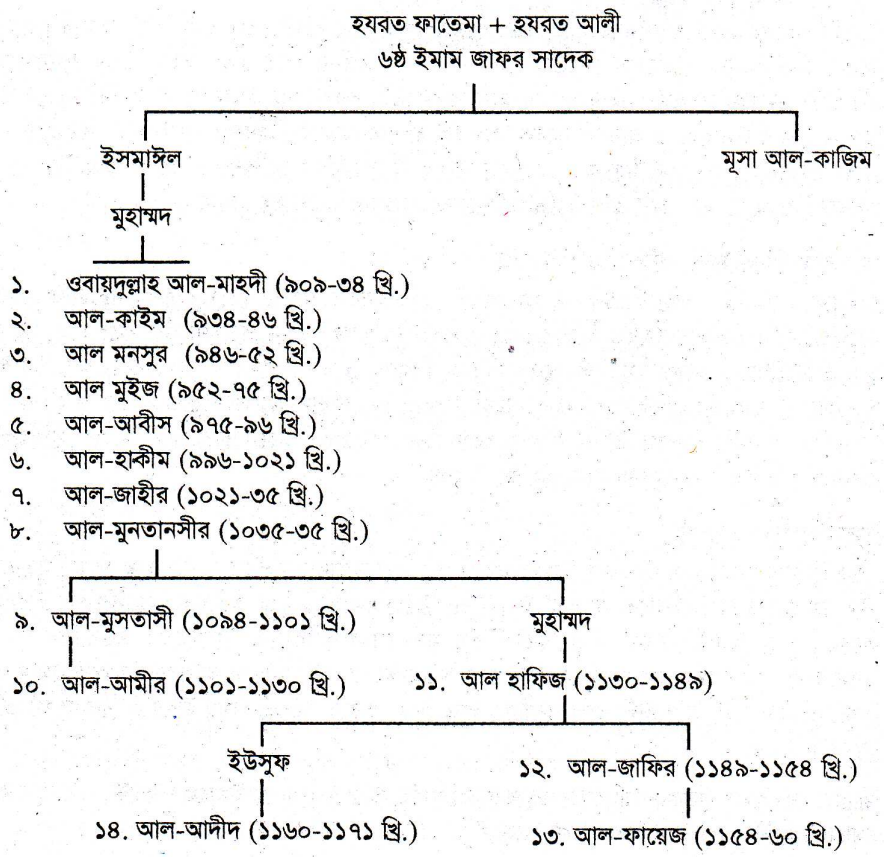

ফাতেমিদের অভ্যুদয় ও মিশরে ফাতেমি খিলাফতের প্রতিষ্ঠা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ফাতেমিদের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার পটভূমি বলতে পারবেন।
- ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিবরণ দিতে পারবেন।

ইসলামের ইতিহাসে ফাতেমিদের উত্থান একটি বিতর্কমূলক অধ্যায়। কারবালার নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর একদল মুসলিম হযরত আলী ও তাঁর বংশধরদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে। এরা ইতিহাসে শিয়া নামে পরিচিত। শিয়ারা সাবায়িয়্যা বা ইসমাঈলীয়া ও ইসনা আশারিয়া নামে প্রধান দু'ভাগে বিভক্ত। আব্বাসীয় আমলে ইসমাঈলীদের প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের পরিণতিস্বরূপ ফাতেমি রাজবংশ স্থাপিত হয়। পরবর্তী কালে ফাতেমি বংশের উদ্যোগে উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে একমাত্র ও শক্তিশালী শিয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় যা ইতিহাসে ফাতেমি খিলাফত নামে পরিচিত।

ফাতেমিদের পরিচিতি

ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও ফাতেমিগণ হযরত আলী (রা) ও বিবি ফাতেমার (রা) বংশধর বলে দাবি করে। এজন্য তারা ইতিহাসে ফাতেমি বলে পরিচিত। তাদের মতে ৯০৯ সালে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী হযরত আলী ও ফাতেমি বংশের ষষ্ঠ ইমাম জাফর সাদিকের পুত্র ইসমাঈলের বংশধর ছিলেন। তাঁরা উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের বলপূর্বক বা অন্যায়ভাবে খিলাফত দখলকারী বলে ঘৃণা করত। আর হযরত আলী ও তাঁর বংশধরকেই খিলাফতের ন্যায্য অধিকারী হিসেবে মনে করত। এজন্য তাঁরা উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালায়।

ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার পটভূমি

কারবালার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর মুসলিমের মধ্যে হযরত আলীর (রা) বংশধরদের প্রতি সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। কাজেই মুসলিম জাহান হযরত আলীর (রা) বংশধরদের পক্ষে নানান প্রচারণা শুরু করে। আলীর (রা) বংশধরগণ এ সুবাদে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাদের বক্তব্য হল, উমাইয়া ও আব্বাসীয়রা অন্যায়ভাবে তাদেরকে খিলাফত থেকে বঞ্চিত করেছে। এ সম্প্রদায়ভুক্তগণ রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী না হলেও আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের ব্যাপক প্রভাব ছিল। সময়ের বিবর্তনে তারা সংঘবদ্ধ এবং সুপরিকল্পিত উপায়ে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য শুরু করেন।

ইসমাঈলী মতাদর্শ

৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ষষ্ঠ ইমাম জাফর সাদিকের মৃত্যুর পর শিয়া সম্প্রদায় দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মৃত্যুর পূর্বে ইমাম জাফর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈলকে পরবর্তী ইমামতের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করলেও অল্পদিন পর ইসমাইল পরলোকগমন করেন। পরে ইমাম জাফর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মূসা আল-কাযিমকে ইমামতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ইসমাঈলীগণ এ মনোনয়ন মেনে নেয়নি। তারা ইসমাঈলের পুত্র মুহাম্মাদ আল মাকতুমকে ইমাম বলে প্রচার করেন। শিয়াদের এ দলটিই ইসমাঈলী বলে পরিচিতি লাভ করে। এরাই পরবর্তী সময় উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

উল্লেখ্য যে, ইমাম জাফর সাদিকের মৃত্যুর পর শিয়ারা ইসমাঈলী (৭ম ইমামে বিশ্বাসী) এবং ইসনা আশারিয়া (দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী) এ দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন

ফাতেমি খিলাফত হঠাৎ করে কোন নেতার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং এর উত্থান ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে। ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. আবদুল্লাহ বিন মাইমুন

সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ বিন মাইমুন নবম শতাব্দীতে ইসমাঈলী শিয়াদেরকে সংগঠিত করেন। প্রচারকরূপে তাদেরকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। প্রথমে ইয়েমেনে সমর্থক গোষ্ঠী সৃষ্টি হলে সেখান থেকে বেশ কয়েকজন প্রচারককে উত্তর আফ্রিকায় প্রেরণ করা হয়। প্রচারকগণ ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

২. আবু আবদুল্লাহ আল হুসাইনের নেতৃত্ব

আবদুল্লাহ বিন মাইমুন মৃত্যুবরণ করলে তাঁর অন্যতম শিষ্য আবু আবদুল্লাহ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ফাতেমি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি হজ্জের মৌসুমে বার্বার ও কাতামাদের আমন্ত্রণে ৯০১ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় গমন করেন। সেখানে তিনি কারো আতিথ্য গ্রহণ না করে 'ইনডিজান' পর্বতের আল-খায়ের উপত্যকায় অবস্থান করেন এবং দুর্গ তৈরি করেন। তিনি নিজেকে ইমাম মাহদীর অগ্রদূত ঘোষণা করে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালান। তাঁর আদর্শ ও আচার-আচরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যাপকহারে মুসলমানগণ তাঁর দলে সমবেত হন।

৩. আবু আবদুল্লাহ আল হুসাইনের সামরিক প্রস্তুতি

আবু আবদুল্লাহ গণমানুষের ভালবাসা ও সমর্থন নিয়ে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে তারুত ও মিলার অধিকার করার সিদ্ধান্ত নেন। অপরদিকে উত্তর আফ্রিকার সুন্নী আগলাবী রাজবংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান জিয়াদাত উল্লাহ (খ্রিঃ ৯০৩-৯০৯) তাঁর রাজ্যে ইসমাঈলী মতবাদ প্রচার নিষিদ্ধ করেন এবং অন্যতম প্রচারক সায়ীদ হুসাইনকে গ্রেফতার করেন। আবু আবদুল্লাহর তৎপরতায় সায়ীদ মুক্তি পান। ৯০৯ খ্রিঃ জিয়াদাত উল্লাহ ও আবু আবদুল্লাহর মধ্যে যুদ্ধ হয়। জিয়াদাত উল্লাহ পরাজিত হয়ে দেশ ত্যাগ করেন।

৪. উবায়দুল্লাহ আল মাহদীর দায়িত্ব গ্রহণ (৯০৯-৯৩৪)

আবু আবদুল্লাহর সামরিক সাফল্যের ফলেই আগলাবী বংশের পরিবর্তে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। আবু আবদুল্লাহর আহ্বানে সায়ীদ ইবন হুসাইন উবায়দুল্লাহ আল মাহদী উপাধি ধারণ করে রাক্কায় ফাতেমি রাজবংশের সিংহাসনে সমাসীন হন।

রাজ্য বিস্তার

মাহদী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির জন্য সমগ্র আফ্রিকা অধিকার করেন তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন। নৌ-বাহিনীর দ্বারা মাল্টা, কসিকা, সার্ডিনিয়া, বালিয়ারিক এবং অন্যান্য দ্বীপ জয় করেন। মৌরিতানিয়া ও লিবিয়ার অধিকাংশ তাঁর দখলে আসে।

ফাতেমি শাসন নিশ্চিতকরণ

ফাতেমি শাসনকে নিষ্কণ্টক করার লক্ষ্যে তিনি ক্ষমতা লাভের দু'বছর পর ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বিশ্বস্ত সেনাপতি ও সহায়ক আবদুল্লাহ ও তাঁর ভাই আব্বাসকে সন্দেহবশত হত্যা করেন। তাছাড়া বিজিত অঞ্চলে ফাতেমি শাসনকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুন্নীদের ওপর কঠোর নির্যাতন চালান। খারেজীরাও তাদের নির্যাতনের শিকার হয়। পরবর্তী সময়ে অবস্থার উন্নতি হলে তিনি দমন নীতি শিথিল করেন।

৫. আল কাইম ও আল মনসুর (৯৩৪-৪৬-৫২)

মাহদীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবু কাশেম আল কাইম ৯৩৪ খ্রিঃ সিংহাসনে বসেন। তিনি ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে নৌ-বহর পাঠিয়ে জেনোয়া দখল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র আবু তাহের আল মনসুর উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সময়ে খারেজী নেতা আবু ইয়াজিদ পরাজিত ও নিহত হন।

৬. আলমুইজ (৯৫২-৯৭৫)

খলিফা আল মনসুরের মৃত্যুর পর স্বীয় পুত্র আবু তামিম আল-মুইজ নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐতিহাসিক লেইনপুল মন্তব্য করেন, "আল-মুইজের ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ফাতেমিগণ একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন।" সত্যি তাঁর খিলাফতকাল ফাতেমি ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়। কেবল রাজ্য জয়ের দিক দিয়ে নয়, সাম্রাজ্যে শান্তি নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্যও তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। তিনিই আধুনিক কায়রোর নির্মাতা। তাঁর সেনাপতি আল-জওহর সেখানে আল-কাহিরা বিজয়ী নামে আরও একটি নগরীর গোড়াপত্তন করেন- সেটাই পরে ফাতেমিদের রাজধানী ছিল।

সার-সংক্ষেপ

মূলত ফাতেমি আন্দোলন ছিল ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক আন্দোলন। আবদুল্লাহ ও আবু আবদুল্লাহর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচারণা এবং মাহদীর সুযোগ্য নেতৃত্ব ও দক্ষ-শাসনের ফলে এবং আল মুইজের কৃতিত্বময় পরিচালনায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক হিট্টি মন্তব্য করেন, "আব্বাসীয় খলিফাদের ইসলাম জগতের আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের প্রতিবাদস্বরূপ ফাতেমি খিলাফত আফ্রিকাতে স্থাপিত হয়েছিল। এটা ছিল শিয়াদের সর্বপ্রথম রাজবংশ।"
বস্তুত ফাতেমি খিলাফত ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.১

শূন্যস্থান পূরণ করুন-

১. ঐতিহাসিক ..... থাকলেও ফাতেমিগণ হযরত ..... (রা) ও বিবি ..... (রা) এর বংশধর বলে দাবি করেন।

২. এজন্য তাঁরা ইতিহাসে ..... বলে পরিচিত।

৩. তাদরে মতে ৯০৯ সালে উত্তর আফ্রিকায় ..... বংশের প্রতিষ্ঠাতা ..... আল-মাহদী আরও আলী (রা) ও ফাতেমি বংশের ৬ষ্ঠ ইমাম .... পুত্র ইসমাঈলের বংশধর ছিলেন।

৪. তাঁরা উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের জোরপূর্বক খিলাফত দখলকারী বলে ..... করতেন।

৫. আর হযরত আলী ও তাঁর বংশধরকেই ..... ন্যায্য অধিকারী হিসেবে মনে করতেন।

৬. এজন্য তাঁরা উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং .... প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালায়।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ফাতেমিদের পরিচয় দিন।
২. ফাতেমিদের খিলাফত প্রতিষ্ঠার পটভূমি লিখুন।
৩. ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বর্ণনা দিন।

ফাতেমি খলিফা আল-মুইজ (৯৫২-৯৭৫ খ্রি.) এর কৃতিত্ব ও চরিত্র

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- খলিফা আল মুইজের পরিচয় বলতে পারবেন
- আল-মুইজের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

পরিচয় ও ক্ষমতালাভ

ফাতেমি খিলাফতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ খলিফা আল-মুইজ সোনালী যুগের সূচনা করে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। রাজ্য জয়, শাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিন্যাস, শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনে তাঁর অবদান অপরিসীম।

খলিফা আল-মনসুরের মৃত্যুর পর স্বীয় পুত্র আবু তামীম 'আল-মুইজ' খেতাব গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর শাসনামল ফাতেমিদের ইতিহাসে সোনালী যুগের সূচনা করে। ঐতিহাসিক লেইনপুল মন্তব্য করেন "চতুর্থ খলিফা আল-মুইজের ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ফাতেমিগণ একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন।"

খিলাফতে আরোহণ করার পর পরই আল-মুইজ সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দৃঢ়নীতি গ্রহণ করেন। ফলে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দূর হয়ে শান্তি স্থাপিত হয়।

আল মুইজের কৃতিত্বপূর্ণ কার্যক্রম

খলিফা আল-মুইজ ছিলেন ফাতেমি খিলাফতের শ্রেষ্ঠ শাসক এবং প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় কাজের মাধ্যমে। এখানে ক্রমান্বয়ে তাঁর কৃতিত্বময় কার্যাবলী তুলে ধরা হল।

১. রাজ্য জয়

খলিফা আল-মুইজের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হল রাজ্য জয় ও ফাতেমি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি। যেমন-

ক. মরক্কো বিজয় ঃ ৯৫৫ খ্রিঃ আল-মুইজ তাঁর সুদক্ষ সেনানায়ক আল-জওহরকে মরক্কো অভিযানে প্রেরণ করেন। জওহর বীর বিক্রমে ফাতেমি নৌ-বহর নিয়ে উমাইয়া শাসনকর্তাকে পরাজিত করে মরক্কো দখল করেন।

খ. সিসিলি অধিকার ঃ ৯৬৬ খ্রিঃ আহমদ বিন হাসানের সুযোগ্য নেতৃত্বে আল-মুইজের এক বিশাল নৌ-বাহিনী বাইজানটাইনদের পরাভূত করে সিসিলি দ্বীপ জয় করেন। আর সেখানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করে একটি সমৃদ্ধশালী দ্বীপ-রাজ্য গঠন করেন।

গ. মিসর বিজয় ঃ মিসর বিজয় খলিফা মুইজের সর্বশ্রেষ্ঠ-কীর্তি। মিসরের ইখশীদিয়া শাসকদের অত্যাচারে মিশরে রাজনৈতিক অরাজকতা শুরু হলে মিসরীয় আমীর উমরাগণ খলিফা মুইজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ৯৬৯ খ্রিঃ মুইজ সেনানায়ক জওহরের নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী প্রেরণ করে খুব সহজেই রাজধানী ফুসতাত অধিকার করেন। আল মুইজ মিশরের আধুনিক কায়রো নগরীর নির্মাতা। তার সেনাপতি জওহর এ বিখ্যাত নগরীর গোড়াপত্তন করেন। পরবর্তীতে এটিই ফাতেমি খিলাফতের রাজধানীতে পরিণত হয়।

২. বিদ্রোহ দমন ও শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন

খলিফা আল-মুইজ ক্ষমতা লাভের পরই বিদ্রোহ দমন, সাম্রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে কঠোর ও বলিষ্ঠনীতি গ্রহণ করেন।

ক. খারিজী ও বার্বারদের দমন ঃ খারিজী ও বার্বার সম্প্রদায় দীর্ঘদিন যাবত মুসলিম বিশ্বে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছিল। আল-মুইজ কৌশলে তাদের পরাজিত করে সাম্রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

খ. কার্মেথিয়ানদের দমন ঃ কার্মেথিয়ানরা মিশর আক্রমণ করলে খলিফা মুইজ তাদের 'আইনুস সামস' নামক স্থানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। অবশ্য এরা পরবর্তী কালে ফাতেমিদের ওপর বার বার হামলা চালিয়ে বিব্রত করে রাখত।

গ. হাফতাসিনের বিদ্রোহ দমন ঃ বুয়াইদ সুলতান মুইজ-উদ-দৌলার তুর্কী ক্রীতদাস হাফতাসিন একজন সুদক্ষ সমরনায়ক ছিলেন। হাফতাসিন নিজের দক্ষতা বলে আলেপ্পো ও দামেশক দখল করে নেয়। তিনি মিশরীয় নৌ-বাহিনীকেও বিপর্যস্ত করে তোলেন। অবশেষে আল-মুইজ তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে পুরোপুরি দমন করেন।

ঘ. ত্রিপোলী ও বার্কায় অভিযান ঃ খলিফা মুইজ ৯৭২ খ্রিঃ তাঁর রাজকীয় দফতর কায়রোয়ান থেকে কায়রোতে নিয়ে আসেন। কায়রোতে সেনাপতি জওহরের প্রভাব-প্রতিপত্তি অস্বাভাবিক বেড়ে গেলে মুইজ তাঁকে পদচ্যুত করেন। তিনি ত্রিপোলী ও বার্মায় অভিযান চালিয়ে ক্ষমতা সুদৃঢ় করেন।

৩. শাসন ব্যবস্থার সংস্কার

শাসন ব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মুইজ সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েম করেন। শাসন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু বিন্যাসের জন্য তিনি সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে এবং প্রদেশগুলোকে কতকগুলো জেলায় বিভক্ত করেন। জেলায় শাসনকার্য পরিচালনার জন্য উপযুক্ত রাজকর্মচারী নিয়োগ করেন।

৪. ভূমি সংস্কার

সাম্রাজ্যের রাজস্ব আদায় নিশ্চিতকরণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থা করেন। মুইজের দূরদর্শিতায় ভূমি সংস্কারের ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়।

৫. সামরিক সংস্কার

খলিফা মুইজ সাম্রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ, রাজ্য জয় ও বহিঃশক্তির হাত থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনী ও নৌ-বাহিনী সংস্কার করে শক্তিশালী করেন।

৬. জনহিতকর কার্যাবলী

আল-মুইজ প্রজাহিতৈষী শাসক হিসেবে বহু উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন করেন। যেমন-

ক. রাস্তাঘাটের উন্নয়ন সাধন করেন
খ. ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির মাধ্যমে রাজ্যের সমৃদ্ধি আনেন
গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, প্রাসাদ ও সেতু নির্মাণ করেন
ঘ. তিনি কায়রো নগরীর গোড়াপত্তন করেন
ঙ. হযরত ফাতিমাতুজ্জাহরার স্মরণার্থে 'আল-আজহার' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

৭. জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় আল-মুইজের অবদান অবিস্মরণীয়। আমীর আলী বলেন, "তিনি নিঃসন্দেহে মুসলিম প্রতীচ্যের মামুন ছিলেন। তাঁর শাসনামলে উত্তর আফ্রিকা সভ্যতা ও সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ কারে।" তাঁর অনুপ্রেরণায় বহু জ্ঞানী গুণী দরবারের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তাঁর প্রধান চিকিৎসক ইহুদী মুসা-বিন গাযাল তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভেষজ বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর রাজত্বে আলেকজান্দ্রিয়ার কপটিক যাজক 'সাঈদ-বিন বাতরিক' আরবি ভাষায় লিখিত বহু পুস্তক ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি কায়রো ও মনসুরিয়া নগরীতে বহু পাঠাগার স্থাপন করেন।

আল-মুইজের চরিত্র ও কৃতিত্ব

খলীফা মুইজ মানবিক গুণ সম্পন্ন, অমায়িক, দয়ালু এবং উন্নত রুচি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর মনোমুগ্ধকর ব্যবহারে তাঁর চরম শত্রুও প্রীতিডোরে আবদ্ধ হতেন। তিনি উন্নত চারিত্রিক মাধুর্যের গুণে সুদীর্ঘ তেইশ বছর ব্যাপী শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার গৌরব অর্জন করেন। জ্ঞান-গরিমা উন্নত মননশীলতা, সংকল্পের দৃঢ়তা, উদ্যমশীলতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণে আল-মুইজ ছিলেন ফাতেমি রাজবংশের গৌরব। তিনি নিজেও সুপণ্ডিত, বাগ্মি ও বহু ভাষাবিদ ছিলেন। প্রজারঞ্জক সুশাসক, ধর্মীয় সহিষ্ণু হিসেবে তাঁর খ্যাতি সুবিদিত।

০ সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ঃ খলিফা আল-মুইজ ছিলেন সত্যিকারের একজন সর্বগুণাবলী সমন্বিত শ্রেষ্ঠ শাসক। তাঁর বংশের প্রতি বিরূপ ধারণাকারী ঐতিহাসিকগণও তাঁকে জ্ঞানী-উৎসাহী, বীর, বিজ্ঞান ও দর্শনে পারদর্শী সর্বগুণান্বিত পণ্ডিত এবং শিল্প ও বিদ্যার উদার পৃষ্ঠপোষক বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি মিশরে ফাতেমি শাসন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। তাঁর সুযোগ্য শাসনে উত্তর আফ্রিকা ও মিশর সুখ-সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল।

০ সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন ঃ সুশাসনের জন্য তিনি সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে এবং প্রদেশগুলোকে জেলায় বিভক্ত করেন। সুযোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্বে তিনি প্রদেশ ও জেলার শাসনভার হস্তান্তর করেন। দেশের সমৃদ্ধির জন্য মিশরের রাজস্ব নির্ধারণের ভার দেন ইবনে কিলিস ও আওকের ওপর। এতে রাজস্ব বৃদ্ধি পায় এবং ভূমির সংস্কার কার্য সাধিত হয়।

০ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ঃ আল-মুইজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বক্তৃতা ও ভাষাতত্ত্বে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর উৎসাহে বহু জ্ঞানী-গুণী দরবারের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি একজন সুবিদিত কবি ছিলেন। তাঁর প্রধান চিকিৎসক ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসা-বিন-আল গাযাল তৎকালীন বিশ্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভেষজ বিজ্ঞানী ছিলেন।

খলিফা আল-মুইজের উপরিউক্ত কার্যাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ছিলেন ফাতেমি শ্রেষ্ঠশাসক এবং প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রাজ্য জয়, শাসন ও অপরাপর কীর্তির জন্যই ফাতেমি খিলাফতের স্বর্ণযুগের উদ্ভব হয়। আমীর আলী যথার্থই মন্তব্য করেছেন-

"আল-মুইজের শাসনকালে উত্তর আফ্রিকার সভ্যতা ও সমৃদ্ধি চরম শিখরে আরোহণ করে।"

সারসংক্ষেপ

আল-মনসুরের মৃত্যুরপর তাঁর পুত্র-আবু তামিম আল-মুইজ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময় হতে ফাতেমিরা এক নব অধ্যায় রচনা করতে শুরু করে। তাঁর ভূমিকায় বিদ্রোহীরা আত্মসর্ম্পণ করে এবং সাম্রাজ্যে স্বল্প সময়ে শান্তি ফিরে আসে। দেশ সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হয়। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা চালু করেন। সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করেন। তাঁর সময়ে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হয়। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.২

এক কথায় উত্তর দিন-

১. খলিফা আল-মুইজ-এর পূর্ব নাম কি ছিল?
২. ফাতেমি খিলাফতের শ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিলেন?
৩. মরক্কো দখল করেছিল আল-মুইজের কোন সেনানায়ক?
৪. আহমদ বিন হাসনের নেতৃত্বে কোন দ্বীপ রাজ্য বিজিত হয়?
৫. কার্মেথিয়ানদেরকে কোন স্থানে আল-মুইজ শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।
৬. আল-মুইজের সময়ে শ্রেষ্ঠ ভেষজ বিজ্ঞানী কে ছিলেন?
৭. মুইজ কোন কোন বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আল-মুইজের কৃতিত্বপুর্ণ কার্যাবলীর বিবরণ দিন।
২. তাঁর চরিত্র ও কৃতিত্বের বিশেষ বর্ণনা করুন।

উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ফাতেমি খলিফা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- খলিফা আল-আযীযের রাজত্বকাল বর্ণনা করতে পারবেন
- খলিফা আল-হাকীম সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

১. খলিফা আল-আযীয (৯৭৫-৯৯৬ খ্রি.)

খলিফা আল-আযীয তাঁর পিতা আল-মুইজের মৃত্যুর পর ৩৬৫ হিজরীতে (৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে) খলিফা হন। তাঁর শাসনামলে ফাতেমি সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত অগ্রগতি সাধিত হয়। হিট্টি বলেন, "তাঁর শাসনামলে ফাতেমি বংশ গৌরবের শীর্ষদেশে আরোহণ করে।"

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঃ সমগ্র সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার অংশ বিশেষ তাঁর সময় বিজিত হয়। ফলে ফাতেমি সাম্রাজ্য ইউফ্রেতিসের সীমান্ত হতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। হিযায ইয়েমেন মসুল, আলেপ্পো এবং আরও বহু স্থানে তাঁর নামে মসজিদে খোত্বা পাঠ করা হত। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় মিশরের ফাতেমি শক্তি বাগদাদের আব্বাসীয় শক্তির মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। বুয়াইয়াদের সাথে অবিরাম সংঘর্ষে এই সময় আব্বাসীয়রা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। ফাতেমি খলিফা আল-আযীয বুয়াইয়া আমীর আযাদউদ্দৌলার সাথে দূত বিনিময়ের মাধ্যমে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন।

শান্তি ও সমৃদ্ধি ঃ আল-আযীয একজন সুযোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি ফাতেমি খলিফাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর আমলে দেশে অব্যাহত শান্তি ছিল। মুসলিম ও অমুসলিম উভয় শ্রেণীর লোকেরা নির্বিবাদে সুখ-সমৃদ্ধির মধ্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার সুযোগ পায়। আল-আযীযের শাসনকালে মিশরে স্থাপত্য ও প্রকৌশল বিদ্যার সবিশেষ উন্নতি হয়। তাঁর নির্মিত সোনালী প্রাসাদ (গোল্ডেন প্যালেস), মুক্ত মঞ্চ এবং কারাফা গোরস্তানে তাঁর মায়ের কবরের উপর নির্মিত সুদৃশ্য মসজিদ স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন সুকবি ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি আল-আজহার মসজিদকে একটি বিদ্যায়তনে রূপান্তরিত করেন। এ বিদ্যায়াতনটিই আজকের বিখ্যাত আজহার বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর দরবার ছিল অত্যন্ত আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ।

খলিফার মহানুভবতা ঃ আল-আযীয একজন উদার ও মহান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর ঘোরতর শত্রু ইনতিকিনকে ক্ষমা প্রদর্শন করে মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচয় দেন। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও ইফতিকিনকে যখন গ্রেফতার করে আনা হল তখন খলিফা তাঁর সকল অপরাধ ক্ষমা করে তো দিলেনই উপরন্তু তাকে রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদেও নিয়োগ দিলেন।

খ্রিস্টানদের প্রতি উদারতা ঃ আল-আযীযের শাসনামলে খ্রিস্টানরা পরম শান্তিতে বসবাস করত। তিনি খ্রিস্টানদের মধ্য হতে ঈসা ইবনে নাস্তুর নামক এক ব্যক্তিকে তাঁর উজীর নিয়োগ করেন। খ্রিস্টান ধর্মযাজক ইব্রাহীম তাঁর দরবারে প্রভূত আনুকূল্য লাভ করেন। তাঁর অনুমতিক্রমে ফুসতাতের নিকটে একটি গীর্জা পুনর্নির্মাণ করা হয়। মানাসা নামক জনৈক ইহুদীও তাঁর দরবারে উচ্চ আসন লাভ করেছিলেন। ঈসা ইবনে নাসতুর ও মানাসার সমবেত চেষ্টায় মিশরে সুদীর্ঘকাল শান্তি অব্যাহত থাকে।

খলিফা আল-আযীয ৩৮৬ হিজরিতে (৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে) পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ সাহসী, ধার্মিক ও শান্ত প্রকৃতির শাসক। তাঁর আমলে ফাতেমি বংশ গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে। কিন্তু আযীযের মৃত্যুর সাথে সাথে মিশরে ফাতেমি সাম্রাজ্যের গৌরব রবি অস্তমিত হয়।

২. খলিফা আল-হাকিম (৯৯৬-১০২১ খ্রি.)

পিতা আল-আযীযের মৃত্যুর পর মাত্র ১১ বছর বয়সে তৃতীয় পুত্র আলী মনসুর আল-হাকিম ফাতেমি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। প্রথম হাকিম বারজায়ানের অভিভাবকত্বে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু বারজায়ান এক সংঘর্ষে সেনাধ্যক্ষ ইবনে আমরকে পরাজিত ও হত্যা করে অধিক ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলে খলিফা হাকিম তা বরদাশত করতে না পেরে গুপ্তচরের সাহায্যে বারজায়ানকে হত্যা করে স্বহস্তে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

ব্যতিক্রমধর্মী খলিফা ঃ আল-হাকিম ছিলেন একজন ব্যতিক্রমধর্মী ও জটিল চরিত্রের খলিফা। তাঁর সম্পর্কে মানসিক ভারসাম্যহীনতার অভিযোগ রয়েছে। তিনি জিম্মিদের প্রতি অসহিষ্ণু ছিলেন এবং দ্বিতীয় ওমর ও মুতাওয়াক্কিলের অনুকরণে তাদের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। ইহুদী ও খ্রিস্টানদের তিনি বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ (ক্রুশচিহ্ন ধারণসহ) পরিধান করতে নির্দেশ দেন। তিনি অনেক গীর্জা ধ্বংস এবং খ্রিস্টানদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। এমনকি তাদের ইসলাম ধর্মগ্রহণ অথবা দেশ ত্যাগেরও নির্দেশ দেন। আবার এরূপ পরিস্থিতিতেও তিনি তাদেরকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করতেন। ১০০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি হুকুম জারি করেন যে, দিনে কোন কাজ করা হবে না; দোকানপাট বন্ধ থাকবে এবং মানুষ আরাম করবে; রাতে সকল কাজকর্ম করতে হবে এবং বেচাকেনা চলবে।

নতুন ধর্মনীতি প্রবর্তন ঃ তিনি একটি নতুন ধর্মনীতি প্রবর্তন করেন। তাঁর নতুন ধর্মের অনুসারীদেরকে দারাজী বা দুরখী বলা হত। এ মতবাদে বিশ্বাসী জনগণ আল-হাকিমকে অবতার বলে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত।

তিনি ছিলেন নির্জনবাসী। প্রায়ই তাঁকে মুকাত্তাম পাহড়ের উপর অবস্থিত একটি নির্জন গৃহে যেতে দেখা যেত। সেখানে তিনি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করার জন্য অথবা উপাসনার জন্য গমন করতেন।

জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা ঃ মানুষ মাত্রই বিভিন্ন দোষ-গুণ চরিত্রের অধিকারী। তাই আল-হাকিম এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর চরিত্রের দোষ-গুণের সমাবেশ থাকলেও তিনি ছিলেন উদার প্রকৃতির শাসক। তাঁর আমলে প্রজাসাধারণ মোটামুটি সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। উদ্ভট ও খামখেয়ালী স্বাভাবের শাসক হলেও আল হাকীম জ্ঞান বিজ্ঞানের উদার পৃষ্ঠপোষক চিলেন। দারুল হিকমা নামে একটি বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ তার অমর কীর্তি। এখানে দেশ বিদেশের বহু পণ্ডিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য সমবেত হতেন। তিনি ছিলেন খেয়ালী খলিফা, আর এজন্যই তিন কারো ভালবাসা অর্জন করতে পারেননি। তাঁর কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে ওলিয়ারি তাঁকে 'বিকৃতবুদ্ধি', হিট্টি তাঁকে 'বুদ্ধিভ্রংশ' এবং আমীর আলী তাঁকে পাগল খলীফা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটি রহস্যবৃত। ১০২১ খ্রি. ১৩ ফেব্রুয়ারি রাতে তিনি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ বা উপাসনার উদ্দেশ্যে মুকাত্তাম পাহাড়ের নির্জন গৃহে গমন করেন, সেখান থেকে আর ফিরে আসেননি। ধারণা করা হয় তিনি গুপ্ত ঘাতক কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন।

৩. খলিফা আল-যহির ঃ (১০২১-১০৩৬)

খলিফা আল-হামিকের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে আবুল হাশিম আলী 'আল যহির'। খেতাব গ্রহণ করে খলিফা পদে আসীন হন। সিংহাসনে আরোহণের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর। এ কারণে তাঁর ফুফু 'সিতুল মুলক' তাঁর অভিভাবকরূপে শাসনকার্য-পরিচালনা করেছিলেন। ফুফুর মৃত্যুর পর খলিফা মন্ত্রীদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হন। এ সময় সিরিয়া অল্প দিনের জন্য ফাতেমিদের হাত ছাড়া হয়। তাঁর শাসনামলে দেশে পণ্য দ্রব্যের দাম বেড়ে যায় এবং সংকর্ম দেখা দেয়।

তিনি ১০২৫ খ্রিস্টাব্দে দেশ থেকে মালিকী সম্প্রদায়কে বিতাড়িত করেন। তিনি সুন্নীদের প্রতি সহনুভূতিশীল ছিলেন। তিনি রোম সম্রাট অষ্টন কনস্টাইনের সাথে সন্ধিচুক্তি করেন এবং তাঁকে জেরুজালেমে গীর্জা পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেন।

খলিফা শেষের দিকে আমোদ প্রমোদ ও বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেন। প্রায় ষোল বছর রাজত্ব করার পর ১০৩৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে প্লেগ রোগে মারা যান।

৪. খলিফা মুস্তানসির ঃ (১০৩৬-১০৯৫ খ্রি.)

খলিফা আল-যহিরের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে আবু তামিম মাদ সিংহাসনে বসে 'আল-'মুস্তানসির' উপাধি গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। তাই তাঁর মা অভিভাবকরূপে তাঁর হয়ে রাজত্ব পরিচালনা করেন। তাঁর ষাট বছরের রাজত্বকাল মিশরে ফাতেমিদের রাজত্ব অবনতির দিকে এগিয়ে যায়।

তাঁর মন্ত্রী আল-জরজীরা তাকে ডুবিয়েছে। মন্ত্রীর অব্যবস্থার কারণে আলেপ্পো ফাতেমিদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। এই মন্ত্রীর মৃত্যুর পর শাসন কর্তৃত্ব আবু সায়িদ নামক একজন ইহুদীর হাতে চলে যায়। কিছু দিন পরপর মন্ত্রী বদল হতে থাকে।

মুনতানসিরের সময়ে আফ্রিকার যারদিয়ার শাহজাদা আল-মুইজ ফাতেমিদের বিরদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং নিজের এলাকায় আব্বাসীয় খলিফাদের নামে খোতবা পড়তে থাকেন। বাসাসিরিদের বিদ্রোহ এবং আব্বাসীয় শাসনকর্তা আলকাইমের সাথে যুদ্ধের ফলে খলিফা মুনতাসির কিছু সময়ের জন্য ক্ষমতাধর হয়ে উঠেন। কিন্তু পশ্চিম এশিয়ায়

আব্বাসীয় শাসনের প্রবর্তক তুঘ্রিলের আগমনের সাথে সাথে তাঁর ক্ষমতার অবসান ঘটে। কিছুদিন পরে মিসরে মুসতানসিরের তুর্কী ও নিগ্রো সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ গণ্ডগোল দেখা দেয়। বেশ কয়েকটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। পরে তুর্কী সেনাপতি নাসির কায়রো দখল করে। ১০৬৮ খ্রিস্টাব্দে খলিফার প্রাসাদ লুট করা হয়। সেনাবাহিনীর অন্তর্কলহ ও সংঘর্ষের ফলে ফাতেমি সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়।

বলা হয় খলিফা মুনতাসিরের সময় দেশে এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যে একজন আরেকজনকে ধরে খেতে থাকে। প্রকাশ্যে মানুষ মানুষের মাংস বিক্রি করতে দেখা যায়। ধনীরা একটুকরা রুটি সংগ্রহ করতে না পেরে সোনা-দানা পথে ঘাটে ছুড়ে ফেলে দেয়।

এ অবস্থায় খলিফা একবীর শাসনকর্তা বদর আল-জামালীর কাছে সাহায্য চান। তিনি এসে রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু আল-জামালীর মৃত্যুর পর আবার দেশে ভয়ানক গোলযোগ দেখা দেয়। যা আর কেউ দমন করতে পারেনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.৩

এক কথায় উত্তর দিন

১. আল-আযীয কখন খলিফা হন?
২. আল হালিম কত বছর বয়সে কার মৃত্যুর পর খলিফা হন?
৩. আল-হাকিমের নতুন ধর্ম মতের অনুসারীদের কি বলা হত?
৪. খলিফা মুনতানসির কত বছর বয়সে খলিফা হন এবং তাঁর হয়ে কে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন?
৫. মুনতানসিরের সময়ের দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা কেমন ছিল?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আল-আযীয কে ছিলেন? তাঁর রাজত্বকাল বর্ণনা করুন।
২. আল-হাকিমের খিলাফতের বিবরণ দিন।
৩. আল-যহিরের রাজত্বকালের বিবরণ দিন।
৪. আল-মুনতাসিরের রাজত্বকাল কেমন ছিল?

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে ফাতেমিদের অবদান ও তাদের পতনের কারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে ফাতেমি খলিফাদের অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- ফাতেমি বংশের পতনের কারণ পর্যালোচনা করতে পারবেন।

অধিকাংশ ফাতেমি খলিফা উন্নততর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার অধিকারী ছিলেন। বাগদাদের আব্বাসীয় এবং স্পেনে উমাইয়া শাসনের ন্যায় মিশরের ফাতেমি খলিফাগণের শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত বেশি বিকাশ লাভ না করলেও এ যুগে শিক্ষা ও সভ্যতার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছিল।

১. খলিফা ও উজীরগণের শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা ঃ ফাতেমি খলিফা ও তাঁদের উজীরগণ শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ছিলেন। তাঁরা পণ্ডিত ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শিক্ষা বিস্তারকল্পে তাঁরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ, পাঠাগার ও বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হত।

২. আল আযীযের আমলে শিক্ষা-দীক্ষা ঃ ফাতেমি খলিফা আল আযীয একজন কবি ছিলেন। তিনি বিখ্যাত আল আজহার মসজিদটি একটি বৃহৎ বিদ্যায়তনে পরিণত করেন। এই বিদ্যায়তনকে তিনি দুই লক্ষ পুস্তক দ্বারা সুসজ্জিত করেন। এই সমস্ত পুস্তক জনসাধারণকে পাঠ করার জন্য অবাধ সুযোগ প্রদান করা হত। আল-আযীযের মন্ত্রী ইয়াকুব বিন কিমীস শিক্ষা-দীক্ষা ও কৃষ্টির একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সময়ে মুহাম্মদ আল-তামিস নামে একজন বিখ্যাত চিকিৎসক আল-আযীযের রাজোচিত বদান্যতা লাভ করেছিলেন।

৩. আল-হাকীমের সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান ঃ ১০০৫ খ্রি. আল-হাকিম শিয়া মতবাদ প্রচারের জন্য ফাতেমি সাম্রাজ্যের রাজধানী কায়রোতে দারুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তাহে দুবার আল-হাকীম দারুল হিকমাতে শিক্ষাবিদগণের সভা আহ্বান করতেন। জ্যোতির্বিদ্যায় আল-হাকীমের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল বলে তাঁর রাজত্বে এর খুব উন্নতি হয়। তিনি কায়রোর নিকটবর্তী মুকাতাম পর্বতের উপর একটি মানমন্দির স্থাপন করেন। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ আলী বিন ইউনুস আল-হাকীমের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। বিখ্যাত চিকিৎসা বিশারদ আবু আলী হাসান বিন হায়সাম আল-হাকীমের রাজত্বকালে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি "কিতাব আল মানাযির" নামক চক্ষুরোগ বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

৪. স্থাপত্য শিল্প ঃ ইফ্রিকিয়া ও মিশরের শিয়া ফাতেমি খলিফাগণ স্থাপত্য শিল্পের একান্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজধানী কায়রোতে অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়েছিল। এই সমস্ত অট্টালিকার মধ্যে খলিফা আল-মুইজ কর্তৃক নির্মিত কায়রোর পশ্চিম দিকে অবস্থিত কমর-উল-বাহার এবং পূর্ব দিকে অবস্থিত কসর-উল-মহজি প্রভৃতি প্রধান।

উল্লিখিত বিবরণ থেকে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে, ফাতেমি খলিফাগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, স্থাপত্য শিল্প প্রভৃতি উন্নতিকল্পে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁদের এই অনুরাগ জ্ঞানালোক বিকিরণে সাহায্য করেছিল।

ফাতেমি বংশের পতনের কারণ

উত্থান-পতন ইতিহাসের এক অমোঘ বিধান। ফাতেমিদের বেলায়ও ব্যতিক্রম হয়নি। তাই দেখা যায় এক শতক পর্যন্ত ঊর্ধ্বগামী হয়ে তৃতীয় শতক পূর্ণ হওয়ার আগেই ফাতেমিরা ইতিহাসের পাতায় আশ্রয় নেয়। উল্লিখিত যেসব কারণ ফাতেমিদের অবসানকে ত্বরান্বিত ও কার্যকর করেছিল তা নিম্নরূপ-

১. অযোগ্য ও দুর্বল খলিফা ঃ আল-হাকিম ও তাঁর পরবর্তী অনেক খলিফাই ছিলেন অযোগ্য ও দুর্বল। এ কারণে তাঁদের পক্ষে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব ছিল না। অনেক খলিফা ছিলেন বিলাসপ্রিয়, খামখেয়ালী বা অহেতুক কঠোর। ফলে খিলাফতের মসনদ নড়বড় হতে থাকে।

২. স্বার্থপর ও অযোগ্য উজীর দল ঃ খলিফাদের অনেকে অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় এবং তাঁদের উদাসীনতার সুযোগে মন্ত্রীরা স্বার্থসিদ্ধি শুরু করে। শেষ যুগের দু'একজন উজীর ব্যতিরেকে সকলেই ছিল স্বার্থপর, বিলাসপ্রিয় ও অযোগ্যতা। ফলে জনগণ ও শাসকদের মাঝে ব্যবধান বৃদ্ধি পায়।

৩. সামরিক কোন্দল ঃ সেনাবাহিনীর তুর্কী সৈন্যদের সরকার বিরোধ চরম আকার ধারণ করে, যা সামরিক বাহিনীর যোগ্যতা খর্ব করে এবং শত্রুর মোকাবিলায় শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

৪. শিয়া-সুন্নী বিরোধ ঃ কোন কোন খলিফার জবরদস্তি শিয়া মতবাদ গ্রহণের আইন সুন্নী মুসলমানদের উত্তেজিত করে এবং তারা সুন্নী আক্রমণকারীদের স্বাগত জানায়।

৫. খ্রিস্টান আক্রমণ ঃ শিয়া-সুন্নী বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করে খ্রিস্টানদের প্রতি কথিত নির্যাতনের অযুহাতে বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ী ক্রুসেডারগণ ফাতেমিদের ওপর বার বার হামলা চালিয়ে ফাতেমি শক্তি খর্ব করে।

৬. অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ ঃ উপর্যুপরি অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ জনজীবনে ডেকে আনে অপরিসীম দুর্যোগ। সেই সাথে অতিরিক্ত করের বোঝা জনতাকে নতুন শাসকদের আমন্ত্রণের সুযোদ করে দেয়।

৭. গাজী সালাহ উদ্দিনের অভিযান ঃ উল্লিখিত কারণসমূহের জন্যে সৃষ্ট পরিবেশের সুযোগ নিয়ে গাজী সালাহ উদ্দীন ১১৭১ খ্রিস্টব্দে সর্বশেষ ফাতেমি খলিফা আল-আযীযকে সিংহাসনচ্যুত করে মিশর অধিকার করেন।

এরূপে ফাতেমি খলিফাদের অযোগ্যতা, দুর্বলতা ও বিলাসিতার কারণে তাদের পতন নেমে আসে এবং দুই শতাধিক বছর কালের স্থায়ী ওয়াবদুল্লাহ আল-মাহদী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফাতেমি বংশের অবসান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.৪

অল্প কথায় উত্তর দিন ঃ

১. ফাতেমি খলিফা ও উজীরগণের শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে বলুন।
২. ফাতেমি খলিফা আল-আযীযের শিক্ষা-দীক্ষায় কিরূপ অবদান ছিল?
৩. আল-হাকিমের সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশে ফাতেমি খলিফাগণের অবদান আলোচনা করুন।
২. ফাতেমি বংশের পতনের কারণগুলো বর্ণনা করুন।

বিশদ-উত্তর প্রশ্ন

১. ফাতেমিদের অভূদ্যয় ও মিশরে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিখুন।
২. ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কৃতিত্ব ও চরিত্র বর্ণনা করুন।
৩. উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ফাতেমি খলিফার শাসনামলের বিবরণ দিন।
   অথবা,
৪. ফাতেমি খলিফা ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী, খলিফা আল আযীয, খলিফা আল-হাকিম এর শাসন আমল সম্পর্কে বিবরণ দিন।
৫. জ্ঞান-বিজ্ঞানে ফাতেমিদের অবদানের বিবরণ দিয়ে তাদের পতনের কারণ নির্দেশ করুন।

প্রয়োজনীয় নোট

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

ইবন্ খালদুন	ঃ	*মুকাদ্দিমা*, ইংরেজি অনুবাদ ঃ Franz Rosenthal, Vol. I, New York, 1958.
তাবারী	ঃ	*তারীখ-ই-তাবারী*; উর্দু অনুবাদ ঃ সৈয়দ মুহম্মদ ইব্রাহীম; ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত, ১৯৪১।
বালাজুরী	ঃ	*ফতহুল-বুলদান*, ইংরেজি অনুবাদ ঃ P. K. Hitti: *The Origines of the Islamic State*; Columbia University, New York; 1916.
শিব্‌লী নু'মানী	ঃ	*আল-ফারুক*, উর্দু, ভারত।
শেখ রিয়াজুদ্দীন আহমদ	ঃ	*আরব জাতির ইতিহাস* (আমীর আলী-এর *A Short History of the Saracens*-বঙ্গানুবাদ); সম্পাদকঃ মফীজুল্লাহ কবীর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৬৪।
ওয়াকিদী	ঃ	*ফতহুশ-শাম*; সম্পাদক ঃ W. Nassau Lees. Bibliotheca Indica, vol. I, Calcutta, 854.
ইবন্ ইসহাক	ঃ	*সিরাত-ই-রাসুলুল্লাহ।*
খুরশিদ-আহমদ ফারিক	ঃ	*হযরত উমর (রা)-এর সরকারী পত্রাবলী*, ইফাবা প্রকাশনাঃ ১৪২৩ ঢাকা-১৯৮৭।
মুফতী আমীমুল ইহসান,	ঃ	*তারিখে ইসলাম*, উর্দু, ঢাকা।
মুহম্মদ রেজা-ই-করীম	ঃ	*আরব জাতির ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭২।
কে আলী, অধ্যাপক	ঃ	*ইসলামের ইতিহাস*, আহমদ পাবলিকেসন্স, ঢাকা-১৯৮৪।
ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান	ঃ	*ইসলামের ইতিহাস*, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৭৫।
হাসান আলী চৌধুরী	ঃ	*ইসলামের ইতিহাস ও বাংলাদেশ-পাক-ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস*, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৭০।
ইবন্ হিশাম	ঃ	*তারিখে ইসলাম*, আরবী।
শেখ আবদুর রহীম	ঃ	*ইসলাম ইতিবৃত্ত ঃ হযরত আবুবকর*; বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৬৭।
ইসলামী বিশ্বকোষ	ঃ	*ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশনা*, বিভিন্ন নিবন্ধ।
Ameer Ali	:	*The Spirit of Islam*, London, 1949.
	:	*A Short History of the Saracens*, London, 1951.
Gibb, H.A.R.	:	*Muhammadinism*, 2nd Edition, London, 1949.
Houtsma, M. Th. and others (ed.)	:	*Encylopaedia of Islam*, London.
Imamuddin, S.M.	:	*A Political History of the Muslims*, Vol. 1(Prophet and the pious Caliphas), Dacca, 1965.
	:	*A Political History of the Muslims*, Vol. I (Umsyyads and Abbasids), Dacca, 1970.
Khuda Bukhash, S.	:	*Contributions to the History of Islamic Civilisation*, Second Edition, Calcutta, 1929.
	:	*Politics in Islam*, Lahore, 1949.
	:	*Caliphate*, Lahore, 1954.
	:	*Muhammad (Sm) the Prophet of God*, Lahore, 1953.
Muhammad Ali	:	*Religion of Islam*, Lahore, 1950.
	:	*Muhammad the Prophet*, Lahore, 1951.
	:	*Early Caliphate*, Lahore, 1932.
Hitti, Philip, K.	:	*History of Arabs*, London 1949.
Brockelmann, Carl	:	*History of Islamic Peoples*, London, 1949.

ইসলামের ইতিহাস

প্রথমপত্র [এইচএসসি প্রোগ্রাম]

কোর্স শিরোনাম ঃ ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাস

[৫৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত]

উদ্দেশ্য

ইসলামের পূর্ব যুগে আরবের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

মহানবী (স)-এর জীবন ও কর্ম, রাষ্ট্র গঠন, সংস্কারসমূহ ও তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জানা।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে রাজ্য বিস্তার ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা।

উমাইয়া শাসনামলে বংশানুক্রমিক শাসন, রাজ্য বিস্তার, উমাইয়া প্রশাসন ব্যবস্থা এবং উমাইয়া আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

আব্বাসীয় শাসনামলের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

আব্বাসীয় যুগে মুসলিম সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে জানা।

স্পেনের স্বাধীন উমাইয়া শাসন এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির চরম বিকাশ সম্পর্কে জানা।

মানবন্টন

পূর্ণমান ঃ ১০০

- বিভাগ- ক ঃ রচনামূলক উত্তরপ্রশ্ন ৬০
- বিভাগ-খ ঃ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৪০

মোট - ১০০

ক-বিভাগ	সমগ্র বই থেকে ১০টি রচনামূলক - উত্তর প্রশ্ন থাকবে। তার মধ্যে থেকে যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের নম্বর ১২।	৫*১২ = ৬০
খ-বিভাগ	সমগ্র বই থেকে ১৫টি সংক্ষিপ্ত- উত্তর প্রশ্ন দেওয়া থাকবে। ৮টির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের নম্বর ৫	৫*৮=৪০

সিলেবাস

ইউনিট এক ঃ জাহিলিয়া যুগে আরবের অবস্থা

পাঠ ১ ঃ আইয়ামে জাহিলিয়া
পাঠ ২ ঃ আরবের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য
পাঠ ৩ ঃ ইসলাম পূর্ব যুগে আরবের সামাজিক অবস্থা
পাঠ ৪ ঃ জাহিলিয়া যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা
পাঠ ৫ ঃ জাহিলিয়া যুগে আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা
পাঠ ৬ ঃ জাহিলিয়া যুগে আরবের ধর্মীয় অবস্থা
পাঠ ৭ ঃ জাহিলিয়া যুগে আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা
পাঠ ৮ ঃ জাহিলিয়া যুগে আরবদের প্রশংসনীয় দিক

ইউনিট দুই ঃ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মক্কা জীবন

পাঠ ১ ঃ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জন্ম ও প্রাথমিক জীবন
পাঠ ২ ঃ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়াত লাভ
পাঠ ৩ ঃ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মক্কায় ইসলাম প্রচার ও নির্যাতন ভোগ
পাঠ ৪ ঃ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ইসলাম প্রচারে কুরাইশদের বিরোধিতার কারণ-
পাঠ ৫ ঃ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মক্কা জীবনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা
পাঠ ৬ ঃ আকাবার শপথ ও তার গুরুত্ব
পাঠ ৭ ঃ হযরত মুহাম্মদ (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং হিজরাত, কারণ ও ফলাফল
পাঠ ৮ ঃ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মদিনায় হিজরাতের কারণ ও গুরুত্ব

ইউনিট তিন ঃ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মদীনা জীবন

পাঠ ১ ঃ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রাথমিক কার্যাবলী
পাঠ ২ ঃ মদীনা সনদ এবং এর গুরুত্ব
পাঠ ৩ ঃ বদর যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল
পাঠ ৪ ঃ উহুদ যুদ্ধ
পাঠ ৫ ঃ খন্দকের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল
পাঠ ৬ ঃ হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ
পাঠ ৭ ঃ মক্কা বিজয় ঃ কারণ ও গুরুত্ব
পাঠ ৮ ঃ মদিনায় উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যুদ্ধ ও ঘটনা
পাঠ ৯ ঃ মদিনার ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সম্পর্ক
পাঠ ১০ ঃ বিদায় হজ্জ ঃ ভাষণের বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব

ইউনিট চার ঃ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর চরিত্র-কৃতিত্ব ও সংস্কারসমূহ

পাঠ ১ ঃ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর চরিত্র ও জীবনাদর্শ
পাঠ ২ ঃ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ধর্মীয় সংস্কার
পাঠ ৩ ঃ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সামাজিক সংস্কার
পাঠ ৪ ঃ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক সংস্কার
পাঠ ৫ ঃ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অর্থনৈতিক সংস্কার
পাঠ ৬ ঃ জাতি গঠনকারী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স)
পাঠ ৭ ঃ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কৃতিত্ব

ইউনিট পাঁচ ঃ খোলাফায়ে রাশেদীন

পাঠ ১ ঃ হযরত আবু বকর (রা)-এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ
পাঠ ২ ঃ রিদ্দা বা স্বধর্ম ত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
পাঠ ৩ ঃ খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর কার্যাবলী
পাঠ ৪ ঃ প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর শাসন ব্যবস্থা ও চরিত্র
পাঠ ৫ ঃ দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা)-এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ
পাঠ ৬ ঃ দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর বিজয় অভিযান
পাঠ ৭ ঃ দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর শাসন নীতি
পাঠ ৮ ঃ হযরত উমর (রা)-এর চরিত্র
পাঠ ৯ ঃ তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ
পাঠ ১০ ঃ হযরত উসমান (রা) বিরুদ্ধে অভিযোগ ও তাঁর পর্যালোচনা
পাঠ ১১ ঃ হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরোক্ষ কারণ
পাঠ ১২ ঃ হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার ঘটনা ও ফলাফল
পাঠ ১৩ ঃ হযরত উসমানের চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ১৪ ঃ হযরত আলী (রা)-এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত
পাঠ ১৫ ঃ হযরত আলী (রা)-এর খিলাফত আমলে গৃহযুদ্ধ
পাঠ ১৬ ঃ হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার ফলাফল
পাঠ ১৭ ঃ হযরত আলী (রা)-এর কৃতিত্ব ও চরিত্র
পাঠ ১৮ ঃ খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনব্যবস্থা

ইউনিট ছয় ঃ উমাইয়া খিলাফত

পাঠ ১ ঃ মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রাথমিক জীবন ও উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা
পাঠ ২ ঃ মুয়াবিয়ার (রা) রাজ্য বিস্তার ইয়াযীদের মনোনয়ন
পাঠ ৩ ঃ মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসন ব্যবস্থা
পাঠ ৪ ঃ মুয়াবিয়া (রা)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ৫ ঃ ইয়াযীদ ঃ কারবালার বিষাদময় ঘটনা ও ফলাফল
পাঠ ৬ ঃ উমাইয়া শাসন দৃঢ়ীকরণে আবদুল মালিকের অবদান
পাঠ ৭ ঃ ওয়ালিদের বিজয়াভিযান
পাঠ ৮ ঃ খলিফা ওয়ালিদের চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ৯ ঃ উমর ইবনে আবদুল আযীয-এর শাসননীতি ও সংস্কার
পাঠ ১০ ঃ উমর ইবনে আবদুল আযীযের চরিত্র

পাঠ ১১ঃ খলিফা হিশামের নীতি ও চরিত্র-কৃতিত্ব
পাঠ ১২ ঃ উমাইয়া আমলে শাসন, সামরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ
পাঠ ১৩ ঃ উমাইয়া খিলাফতের পতনের কারণ

ইউনিট সাত ঃ স্পেনে মুসলিম শাসন

পাঠ ১ ঃ মুসলমানদের আগমনের কারণ এবং মুসলিম বিজয়ের পর স্পেনের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থাব্ব
পাঠ ২ ঃ স্পেনের প্রথম আবদুর রহমানের শাসন ও তাঁর চরিত্র-কৃতিত্ব
পাঠ ৩ ঃ স্পেনে প্রথম হিশামের শাসনামল ও তাঁর চরিত্র কৃতিত্ব
পাঠ ৪ ঃ স্পেনে প্রথম হাকামের শাসনামল ও চরিত্র-কৃতিত্ব
পাঠ ৫ ঃ স্পেনের দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের শাসনামল ও তাঁর চরিত্র-কৃতিত্ব
পাঠ ৬ ঃ স্পেনের উমাইয়া শাসন দৃঢ়ীকরণে তৃতীয় আব্দুর রহমানের অবদান

ইউনিট আট ঃ আব্বাসীয় খিলাফত [৭৫০ খ্রি. হতে ১২৫৮ খ্রি. পর্যন্ত]

পাঠ ১ ঃ আব্বাসীয়দের পরিচয় ও আন্দোলন
পাঠ ২ ঃ আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আবুল আব্বাস আস-সাফফাহর ভূমিকা-
পাঠ ৩ ঃ আল-মনসুরের খিলাফত এবং আব্বাসীয় শাসন দৃঢ়ীকরণ
পাঠ ৪ ঃ খলিফা আল-মনসুরের চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ৫ ঃ খলিফা হারুন-অর-রশিদ-এর খিলাফত লাভ এবং তাঁর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি
পাঠ ৬ ঃ হারুন-অর-রশিদ-এর কৃতিত্ব ও চরিত্র
পাঠ ৭ ঃ আমীন ও মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধ
পাঠ ৮ ঃ আল-মামুন-এর শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি
পাঠ ৯ ঃ ক্রুসেডের কারণ ও ফলাফল
পাঠ ১০ ঃ গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী
পাঠ ১১ ঃ আব্বাসীয়দের শাসন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য
পাঠ ১২ ঃ আব্বাসীয় বংশের পতন

ইউনিট নয় ঃ ফাতেমি খিলাফত, বার্মাকী, সেলজুক এবং বুয়াইয়াদের উত্থান-পতন

পাঠ ১ ঃ ফাতেমিদের অভ্যুদয় ও মিশরে ফাতেমি খিলাফতের প্রতিষ্ঠা
পাঠ ২ ঃ ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কৃতিত্ব ও চরিত্র
পাঠ ৩ ঃ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ফাতেমি খলিফা
পাঠ ৪ ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে ফাতেমিদের অবদান ও তাদের পতনের কারণ
পাঠ ৫ ঃ বার্মাকীদের উত্থান-পতন
পাঠ ৬ ঃ সেলজুক বংশের উত্থান-পতন
পাঠ ৭ ঃ বুয়াইয়া বংশের উত্থান ও পতন

নমুনা প্রশ্ন

ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র

বিষয় কোড ঃ HSC–1805

সময়–৩ ঘন্টা

পূর্ণমান– ১০০

ক বিভাগ ঃ রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন - (৫*১২) = ৬০

[দ্রষ্টব্যঃ– যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান]

১. আরব উপদ্বীপের অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আরববাসীদের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব আলোচনা করুন।
২. আইয়ামে জাহিলিয়া বলকে কী বুঝ? ইসলাম পূর্ব যুগে আরবদের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করুন।
৩. হিজরত কি? হিজরতের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন।
৪. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সংস্কারসমূহ আলোচনা করুন।
৫. ইসলামের প্রতি হযরত আবু বকরের (রা) অবদানসমূহ লিখুন।
৬. হযরত উসমান (রা) কে হত্যার কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন।
৭. মুআবিয়ার খিলাফত লাভ ও রাজ্য বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
৮. কর্ভোভার মুসলিম সভ্যতার বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
৯. হারুন-অর-রশীদের চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা করুন।
১০. আব্বাসীয় বংশের পতনের কারণ উল্লেখ করুন।

ক বিভাগ ঃ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন - (৫*৮) = ৪০

[দ্রষ্টব্যঃ– যে কোন আটটি প্রশ্নের দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান]

১. প্রাচীন আরবের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার বর্ণনা দিন।
২. প্রাচীন গ্রীকের স্পার্টনিদের সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
৩. হিলফুল ফুযুল কি? এ কর্মসূচি বর্ণনা করুন।
৪. হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তগুলো উল্লেখ করুন।
৫. খুলাফা-ই রাশিদীন কাকে বলে? তাঁরা কিভাবে নির্বাচিত হতেন?
৬. হযরত উমরের (রা) প্রাথমিক জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে বিবরণ দিন।
৭. কারবালার নিয়োগান্ত ঘটনার বিবরণ দিন।
৮. উষ্ট্রের যুদ্ধ কি এবং কেন হয়েছিল?
৯. উমর বিন আব্দুল আজীজের ধর্মীয় নীতি আলোচনা করুন।
১০. স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠার বিবরণ দিন।
১১. আস-সাফফাহ কে ছিলেন? তার চরিত্র আলোচনা করুন।
১২. সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তার সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
১৩. আল মইজের কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলীর বিবরণ দিন।
১৪. আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বিবরণ দিন।
১৫. ফাতেমীয়দের অভ্যুদয়ের বর্ণনা দিন।